পাঠক ফোরাম

মহান শিক্ষকতা

শিক্ষকগণকে আমরা মৌখিকভাবে সবচেয়ে মর্যাদাশীল স্বীকার করি বটে, কিন্তু কার্যত এদেশের সবচেয়ে অসহায় জাতিটি আমাদের শিক্ষকগণই। কিন্তু তাদের দুঃখ, দারিদ্র্য নিয়ে দলমত নির্বিশেষে আলোচনা করে তাদের যথার্থ অবস্থানে পৌঁছে দেয়া সবার কর্তব্য। ৬ অক্টোবর ২০০১ উদ্‌যাপিত হবে 'শিক্ষক দিবস'। নতুন সাংসদরা প্রথম অধিবেশনেই শিক্ষকগণের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে আসবেন এটাই সবার কাম্য।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ
বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম

দেশ ভাবনা

শুধু নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করলেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হবে না। জনজীবনেও নিরাপত্তা আসবে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে কালো টাকার লোকদের কাছে বাঁধা তাও আমাদের বুঝতে হবে। কালো টাকার লোকদের নির্বাচিত হতে সাহায্য করে কখনোই দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করা যাবে না।

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

ভিক্ষাবৃত্তি

ভিক্ষাবৃত্তি কেবল আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অনেক দেশেই পরিচিত। কিন্তু সেই চিত্র ভিন্ন। এখানে ভিক্ষুকদের মানুষই মনে করা হয় না। সরকার বা মানবাধিকার সংস্থাগুলো কি এগিয়ে আসতে পারে না তাদের প্রতি একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে?

বিবেক
ময়মনসিংহ

সন্তানের জন্য ভয় হয়

১৯৭১ সাল। যুদ্ধ চলছে। আমার শিশুমন বোমার ভয়ে প্রকম্পিত। অনেক সময় কেটে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশে অনেক সরকার পরিবর্তন হলো। একেকবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সময় মা, ভাই, বোনের সংশয় আমাকে নিয়ে। কারফিউ! বাইরে যাবি না। বাইরে মিছিল হচ্ছে, গুলি চলছে, পিকেটিং; বাইরে বের হবি না। কখনো নিজেই ভয়ে সিটকে গেছি যখন শুনেছি সামরিক জান্তার নির্দেশে ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিশের ট্রাক উঠিয়ে দেয়া হয়েছে, বিধবা হয়েছে আমার এক প্রতিবেশী বোন। দেখেছি ছাত্রী হলের সামনে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারদের হাতে ছাত্রীদেরকে লাঞ্ছিত হতে। এরপর ...এরপর, একের পর এক বোমাতঙ্ক। খবরের কাগজ খুললেই বীভৎস ছবি। একটু একটু করে বয়স এগুচ্ছে আর ভয়টা আরো বাড়ছে। এখন ভয় হয় আমার সন্তানের জন্য। সে এখন হাঁটতে শিখেছে, দৌড়াতে শিখেছে, একদিন সেও বড় হবে। ওরও কি এই ভয় নামক শব্দটা নিয়ে সারাক্ষণ চলতে হবে! আমরা কি আমাদের নতুন প্রজন্মকে ভয় থেকে রেহাই দিতে পারি না?

হাসানুজ্জামান নোমান, কাউনিয়া প্রথম গলি, বরিশাল

গঞ্জিকা সমাবেশ

কথায় বলে 'গাঁজার নৌকা পাহাড় দিয়ে যায়'। শুধু পাহাড় কেন আকাশ দিয়ে উড়ে গেলেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। খারাপ লাগে যখন দেখি কোনো পীর-আউলিয়ার মাজারে বসে গাঁজার আসর। এই তো কিছুদিন আগে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে এক আউলিয়ার মাজারে বসানো হয়েছিল এ দেশের সবচেয়ে বৃহৎ গাঁজার আসর। এ আসরে নেপাল, ভুটান, ভারত থেকে আগত হাজার হাজার গঞ্জিকাসেবী উপস্থিত ছিল। তাদের সঙ্গে শরিক হয়েছিল স্বয়ং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও। অবাক লাগে যখন দেখি প্রশাসন থেকে এ ধরনের অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেয়া হয়।

তানিয়া, আনিতা
উত্তরা, ঢাকা

সন্ত্রাসীদের দল

জয়নাল হাজারী একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী অথচ তাকে গ্রেপ্তারে শেখ হাসিনা নিন্দা করেছেন। সন্ত্রাসীদের নাকি কোনো দল নেই। এ ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার নিন্দা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে একটি কথাই প্রমাণিত হয় যে, সন্ত্রাসীদের জন্য অন্তত একটি দল রয়েছে আর তা হলো আওয়ামী লীগ।

হোসেন আবেদ আলী
গুপ্তপাড়া, রংপুর- ৫৪০০

চলচ্চিত্র শিল্প

বন্ধ হয়ে গেছে দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী লিলি এবং ঢাকার গুলিস্তান সিনেমা হল। এভাবেই একে একে ঐতিহ্যবাহী সিনেমা হলগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রতি মাসেই একটা না একটা সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর এভাবেই হারিয়ে যেতে বসেছে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প। অথচ পাশের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সরকারও সেখানে চলচ্চিত্র শিল্পকে পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা করছে। অথচ আমাদের দেশে সিনেমা হল ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছ থেকে যথাযথ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছেন না। ফলে অনেকেই এই ব্যবসা ছেড়ে অন্যদিকে ঝুঁকে পড়ছেন। তাই চলচ্চিত্রের মত একটি জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যমকে বাঁচাতে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিশ্বজিৎ দাস
নিমনগর বালুবাড়ী, দিনাজপুর

নারীর ক্ষমতায়ন

দেশের কয়েকটি স্থানে মহিলারা এই প্রথমবারের মত ভোট দেবেন। এক-দুই বছর নয়, চল্লিশ বছর পর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়ানী ও দুর্গাপুর ইউনিয়নের মহিলারা ভোট দেবেন। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোও নির্বাচনী অঙ্গীকারে নারীর ক্ষমতায়নের ওপর জোর দিচ্ছেন। অথচ বড় দুটি দল মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেবার পর দেখা গেল আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দিয়েছে শেখ হাসিনাসহ ১১জনকে এবং চার দল মনোনয়ন দিয়েছে খালেদা জিয়াসহ ৬ জনকে। অর্থাৎ মোট প্রার্থীর মধ্যে দুই দল যথাক্রম ৩.৬% এবং ২% মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। বড় দুটি দল নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে যে কতখানি আন্তরিক তা এতেই বোঝা যায়। বিশ্বজুড়ে নারীকে রাজনীতিক ক্ষমতায়নের জন্য কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে সরাসরি নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। একজন মহিলার নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নারীর সার্বিক উন্নয়ন তথা আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জনগণ ও প্রশাসনকে উদার ও আন্তরিক হতে হবে।

সুলতানা শিখা, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী

অবৈধ অস্ত্র

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু শুধুমাত্র অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারেই কাজ হবে না। দেশে অবৈধ অস্ত্র যাতে তৈরি না হতে পারে এবং সীমান্ত অতিক্রম করে বিদেশী অস্ত্র যাতে প্রবেশ না করতে পারে এ দু'টি বিষয়ও ভাবতে হবে। কেননা অবৈধ অস্ত্র তৈরি এবং অস্ত্র আমদানি যদি একই সঙ্গে প্রতিহত না করা যায় তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে এ বিষয়গুলোকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

শওকত হোসেন লিটু
ফরাশগঞ্জ রোড, ঢাকা

তিনটি যোগ্যতা

প্রবাসে থেকে চরম উপলব্ধি করছি যে, মানুষের তিনটি যোগ্যতা থাকা একান্ত জরুরি তা হল– ইংরেজি জানা, কম্পিউটার এবং ড্রাইভিং। আসন্ন নির্বাচনে বিজয়ী দল কি পারে না এই তিনটি শিক্ষাকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতে?

আমিনুর রহমান
রিয়াদ, সৌদি আরব

বিএনপি ও এটিএন বাংলা

গত ২২ আগস্ট রাত ৯টায় এটিএন বাংলা চ্যানেলে 'সাবাস বাংলাদেশ' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠানটির মান

টোকাই

দেখে বেশ অবাক হয়েছি। জেমস-এর যেদিন বন্ধু চলে যাবো 'মনে রেখো কেবল একজন ছিল, ভালবাসতো শুধু তোমাদের' গানটিতে মডেল হিসেবে দেখানো হয়েছে বিএনপি'র নেতা মরহুম জিয়াউর রহমানকে। এভাবে একটি জনপ্রিয় গানকে রাজনৈতিক প্রচারে ব্যবহার করা কি ঠিক হয়েছে? বিএনপি নেতারা বলেছেন আওয়ামী লীগ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বিএনপি সরকার কতটুকু সফল হয়েছিলেন? সন্ত্রাসের কথা বলেছেন হয়তো বা সন্ত্রাস বেড়েছে কিন্তু খাদ্যে ঘাটতি তো তারা পূরণ করতে পারেননি। বিএনপি নেতারা বলেছেন, শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। কিন্তু আপনারাও তো কম দেখালেন না। হাসিনার বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে কথা তুললেন। বিএনপি ও এনটিএন বাংলার যৌথ প্রযোজনায় এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করে এটিএন বাংলা যেমন নিরপেক্ষহীনতার পরিচয় দিয়েছে, তেমনি বিএনপি এধরনের অনুষ্ঠান তৈরি করে বোকামি ও হীন মনের পরিচয় দিয়েছে।

ফেরদৌস রায়হান
নাটোর

ওরা কেন

আওয়ামী লীগে এখন কেবল বঙ্গবন্ধু নামটিই আছে, তাঁর আদর্শ আর নেই। তা না হলে জয়নাল হাজারী, হাজী সেলিম, শামীম ওসমান, মকবুলের মত ব্যক্তিরা আওয়ামী লীগে আশ্রয় পায় কিভাবে? এবারের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দিয়েছে সন্ত্রাসী, ঋণখেলাপি এমন অনেককে। এভাবে রাজনৈতিক আদর্শহীন ব্যক্তিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে থাকলে একদিন শেখ হাসিনার অস্তিত্বই কি আশঙ্কাজনক হয়ে উঠবে না?

শারমিন শিলা
লালমাটিয়া, ঢাকা

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

'সন্ত্রাস এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন' রাজনীতিবিদদের এধরনের প্রতিশ্রুতি'র বাস্তবায়ন দেশবাসীর কাছে এক কাল্পনিক বিষয়। কারণ জয়নাল হাজারীর মতো ব্যক্তিদের জন্য শেখ হাসিনার মায়াকান্না আর ভিপি জয়নাল, পিন্টুদের মনোনয়নই প্রমাণ করে তা কখনো সম্ভব হবার নয়। দেশের প্রধান দু'টি দলেই রয়েছে সন্ত্রাসী-দের আশ্রয়। তাদের নিজেদের স্বার্থের বাইরে জনগণকে নিয়ে ভাববার কোনো অবকাশ আছে কী? আসলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কেবল ইশতেহারের শোভা বর্ধনের জন্যই, প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য নয়।

কাজী হৃদয়
মিরপুর, ঢাকা

ইমিগ্রান্ট পাত্রী

পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে ইদানীং প্রায়ই দেখা যায় একশ্রেণীর অভিভাবকরা বিদেশে অবস্থানরত বা ইমিগ্রান্ট পাত্রী খুঁজছেন। কিন্তু এটা কি হওয়া উচিত? ইউরোপ-আমেরিকার ইমিগ্রান্ট মেয়েদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার আশা না করে ছেলেকে নিজের যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরামর্শে উৎসাহ দিন। ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বিভাগের অনেক বন্ধু-বান্ধবীরা সাবধান। এ ধরনের অপদার্থ পাত্র এবং সুযোগ সন্ধানী অভিভাবকদের ব্যাপারে সবাই সতর্ক হোন।

হাবিবুল হক সাহিন
টোকিও, জাপান

অনিয়মতান্ত্রিকতা

পিডিবি'র একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছে সাধারণ মানুষ আজ জিম্মি। ইদানীং নীলফামারীর সৈয়দপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ঘুষ আর দুর্নীতিতে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিকতায় ছেয়ে গেছে কেন্দ্রটি। সরকারি সার্ভিস আইনে আছে, তিন বছরের বেশি একই স্থানে চাকরিরত থাকতে পারবেন না। অথচ নামমাত্র চাকরির দোহাই দিয়ে অনেকে এক যুগেরও বেশি এক অফিসে কাটিয়ে দিচ্ছেন। গড়ে তুলছেন অবৈধ ক্ষমতার সাম্রাজ্য। পিডিবি'র সৈয়দপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কি সাধারণ মানুষ মুক্তি পাবে না?

ডাঃ আবুল হাসান বুলু
সৈয়দপুর, নীলফামারী

ছাত্র রাজনীতি

একটি গণতান্ত্রিক দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে রাজনীতিতেও মতপার্থক্য থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বর্তমান বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রাজনীতির নামে যে সমস্ত গুণাবলী ফুটে উঠেছে তাকে আদৌ কোনো নীতির মধ্যেই ফেলা যায় না। মূল আদর্শ থেকে ছাত্ররা আজ ছিটকে পড়ে গেছে। ন্যায়-নীতিহীন বিবেক বিবর্জিত একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা তাদের ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য ছাত্রদেরকে পুতুল হিসেবে প্রতিনিয়তই ব্যবহার করছেন। কেউ করে না। কারণ এরা সবাই একই পন্থি, একই গোষ্ঠীর, সবার একই উদ্দেশ্য। স্বার্থকে করায়ত্ত করা, ক্ষমতার দাপট দেখানো। আর এগুলো করতে হলে প্রয়োজন অসীম শক্তির। সে শক্তি হচ্ছে আজকের ছাত্ররা। আসলে ছাত্রদের কোনো দোষ নেই বরং তাদের আছে বহুমুখী গুণাবলী। কারণ অতীতে এসব ছাত্ররাই জাতীয় স্বার্থে আন্দোলন করে সফল হয়েছেন। কিন্তু দেশে বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির যে ধারা তা মোটেও কারো কাম্য নয়। তাই বর্তমান পেক্ষাপটে প্রয়োজন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা।

Monir, Port Klang, Malaysia

চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০,
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০

শিশুদের জন্য

সমাজে বস্তিবাসীদের অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে এরা। এই বস্তিতেই বিকৃত পরিবেশে বেড়ে উঠছে অসংখ্য শিশু। সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত। সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুদের জন্য কি আমরা কিছুই করতে পারি না?

মাসুমা খান লোপা
মিরপুর ঢাকা

আওয়ামী স্ট্যান্ডবাজি

এদেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতারা জনগণকে বোকা ভাবতেই অভ্যস্ত। আওয়ামী নেতারা এক্ষেত্রে কয়েক ধাপ এগিয়ে আছেন। বুদ্ধির মারপ্যাঁচে আইন করে নেত্রী 'গণভবন' নিলেন আবার দেশের স্বার্থে (?) জনগণকে ভালো-বেসে (?) 'গণভবন' ফিরিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য একটাই। ওনার সেই পুরনো গান আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই এর সাথে নতুন চরণ যোগ করা হলো—
'নেত্রী আমি বোকা জনগণের
লোভ নেই তাই গণভবনের।'
ক্ষমতায় থাকার সময় যে হারে ওনারা দখলদারিত্বে ব্যস্ত ছিলেন তাতে করে আজ দখল ছেড়ে দেয়া রাজনৈতিক স্ট্যান্ডবাজি।

আফি
নানুয়া দীঘির দক্ষিণপাড়